ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1954-1962
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.420

শ্রী রামকৃষ্ণের বহুত্ববাদী ধর্মদর্শন: যত মত তত পথ নীতির সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা

চণ্ডী চরণ লেট, *গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper analyzes a fundamental concept of Ramakrishna Paramahamsa's religious philosophy— "As many faiths, so many paths" —and examines its philosophical significance and contemporary relevance. In the present global context, where debates surrounding religious polarization, cultural conflict, and the so-called "Clash of Civilizations" are intensifying, Ramakrishna's notion of experiential religious pluralism offers an important philosophical framework for fostering world peace and interreligious harmony.

A distinctive feature of Ramakrishna's philosophy is that he did not merely advocate theoretical religious unity; rather, he personally practiced diverse spiritual traditions to realize this truth. By engaging in various paths such as Shakta sadhana, Advaita Vedanta, Islam, and Christianity, he arrived at the realization that different religious traditions ultimately lead to the same ultimate reality or God. This experiential insight serves as a powerful philosophical counterpoint to religious exclusivism and sectarian narrowness.

Through textual analysis and philosophical interpretation, this study demonstrates that Ramakrishna's idea of "As many faiths, so many paths" goes beyond mere tolerance and establishes a foundation for active acceptance and mutual respect among different religious traditions. By emphasizing the underlying unity within religious diversity, his thought contributes significantly to contemporary discussions on religious pluralism, global ethics, and interfaith dialogue.

Thus, in an increasingly interconnected yet ideologically divided world, Ramakrishna's perspective provides a meaningful spiritual and philosophical basis for peaceful coexistence, tolerance, and mutual respect.

Keywords: Ramakrishna Paramahamsa, Religious Pluralism, Universality, Global Ethics, Interfaith Dialogue

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাধক শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের (১৮৩৬–১৮৮৬) বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের যুগে এক গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন। বাংলার নবজাগরণের সময় সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হতে শুরু করে। এই সময়ে একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব এবং অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়াস সমাজে গভীর আলোচনার জন্ম দেয়। এই পরিবর্তনশীল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শ্রী রামকৃষ্ণের জীবন, সাধনা ও ধর্মদর্শন আধ্যাত্মিকতার এক স্বতন্ত্র ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করে।

প্রথাগত ধর্মতাত্ত্বিকদের মতো তিনি কেবল শাস্ত্রনির্ভর তত্ত্ব বা দার্শনিক বিতর্কের মাধ্যমে ধর্মের ব্যাখ্যা দেননি; বরং তাঁর ধর্মদর্শনের মূল ভিত্তি ছিল প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। গভীর সাধনা, ভক্তি ও ধ্যানের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় পথ অনুসরণ করে পরম সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। শক্তসাধনা, অদ্বৈত বেদান্ত, ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মসহ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় পথের লক্ষ্য এক এবং সেই লক্ষ্য হলো একই পরম সত্য বা ঈশ্বরের উপলব্ধি। তাঁর বিখ্যাত উক্তি যত মত তত পথ এই অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধিরই সারসংক্ষেপ।

এই নীতির মাধ্যমে শ্রী রামকৃষ্ণ বোঝাতে চেয়েছিলেন যে বিভিন্ন ধর্মের মতবাদ, আচার-পদ্ধতি এবং সাংস্কৃতিক প্রকাশ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু তাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও আধ্যাত্মিক সত্য একই। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় বৈচিত্র্যের মধ্যকার মৌলিক ঐক্যকে গুরুত্ব দেয় এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা ও একচেটিয়া মনোভাবের বিরুদ্ধে এক গভীর মানবিক ও আধ্যাত্মিক বার্তা প্রদান করে।

বর্তমান বিশ্বে ধর্মীয় মেরুকরণ, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব এবং পরিচয়ভিত্তিক সংঘাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শন কেবল ঐতিহাসিক বা আধ্যাত্মিক গুরুত্বের বিষয় নয়; বরং এটি সমকালীন সমাজে আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়া, সহনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাই তাঁর যত মত তত পথ ধারণা আজও ধর্মীয় বহুত্ববাদ, বৈশ্বিক নৈতিকতা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

তাত্ত্বিক কাঠামো: অভিজ্ঞতাভিত্তিক বহুত্ববাদ:

শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শন এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত, যাকে আধুনিক গবেষকরা অভিজ্ঞতাভিত্তিক বহুত্ববাদ (Experiential Pluralism) বলে অভিহিত করেছেন। এই ধারণার মূল বক্তব্য হলো— ধর্মীয় সত্যকে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা, দার্শনিক বিতর্ক বা শাস্ত্রনির্ভর ব্যাখ্যার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়; বরং তা প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। অর্থাৎ ধর্মের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য বোঝার জন্য ব্যক্তিগত সাধনা, অভিজ্ঞতা এবং আত্মিক উপলব্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রী রামকৃষ্ণ তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক উপলব্ধির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় সাধনা অনুশীলন করে উপলব্ধি করেছিলেন যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় পথ শেষ পর্যন্ত একই পরম সত্য বা ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত হয়। শক্তসাধনা, বৈষ্ণব ভক্তি, অদ্বৈত বেদান্ত, ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের সাধনা অনুসরণ করে তিনি এই অভিজ্ঞতায় উপনীত হন যে ধর্মীয় পথ ভিন্ন হলেও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চূড়ান্ত লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা ও উপলব্ধির বহু বিবরণ পাওয়া যায় রামকৃষ্ণ কথামৃত, যেখানে তাঁর উপদেশ, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা এবং ধর্ম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সংরক্ষিত হয়েছে। এই গ্রন্থে তাঁর কথোপকথন, উপমা ও শিক্ষার মাধ্যমে তাঁর ধর্মদর্শনের মূল ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে শ্রী রামকৃষ্ণ একটি সুপরিচিত উপমা ব্যবহার করেছিলেন— জলের উপমা। তিনি বলেছিলেন, একই পদার্থকে কোথাও জল, কোথাও পানি এবং কোথাও অ্যাকুয়া বলা হয়; কিন্তু নাম ভিন্ন হলেও পদার্থ একই থাকে। ঠিক তেমনি বিভিন্ন ধর্ম ঈশ্বর বা পরম সত্যকে ভিন্ন নামে অভিহিত করলেও তাদের মৌলিক সত্য এক ও অভিন্ন।

এই উপমার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ধর্মীয় বৈচিত্র্য প্রকৃতপক্ষে সত্যের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত প্রকাশ মাত্র। ফলে ধর্মীয় পার্থক্যকে বিরোধ বা সংঘাতের কারণ হিসেবে দেখার পরিবর্তে তা

মানবজাতির আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের বহুমাত্রিক প্রকাশ হিসেবে বোঝা উচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গিই শ্রী রামকৃষ্ণের অভিজ্ঞতাভিত্তিক বহুত্ববাদের মূল ভিত্তি এবং সমকালীন আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে বিবেচিত হয়।

বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি:

শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মীয় বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি। তিনি কোনো একক সর্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠার কথা বলেননি, যা সমস্ত ধর্মীয় পার্থক্যকে বিলুপ্ত করে একটি অভিন্ন কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসবে। বরং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন— তিনি মনে করতেন যে মানবসমাজের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান স্বাভাবিকভাবেই বহুমাত্রিক এবং সেই বহুমাত্রিকতার মধ্যেই ধর্মীয় সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ বিদ্যমান। তাই তিনি প্রত্যেক ধর্মীয় পথকে পরম সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি বৈধ ও কার্যকর উপায় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

শ্রী রামকৃষ্ণ এই মতবাদ কেবল তাত্ত্বিকভাবে উপস্থাপন করেননি; বরং তিনি নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়েই এর সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন। শক্তসাধনা, বৈষ্ণব ভক্তি এবং অদ্বৈত বেদান্তের সাধনার পাশাপাশি তিনি ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের আধ্যাত্মিক অনুশীলনও গ্রহণ করেছিলেন। এই বিভিন্ন সাধনা-পদ্ধতির মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে বিভিন্ন ধর্মীয় পথ ভিন্ন আচার, রীতি ও দর্শনের মাধ্যমে পরিচালিত হলেও তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য একই—ঈশ্বর বা পরম সত্যের উপলব্ধি।

এই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ধর্মীয় বৈচিত্র্য কোনো বিভাজনের কারণ নয়; বরং তা মানবজাতির আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের স্বাভাবিক ও সমৃদ্ধ প্রকাশ। তাঁর এই উপলব্ধি ধর্মীয় একচেটিয়াবাদ বা কোনো একটি ধর্মের একচ্ছত্র শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। একই সঙ্গে এটি ধর্মীয় বহুত্ববাদের একটি শক্তিশালী দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে, যেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং ভিন্ন ভিন্ন পথের মাধ্যমে একই আধ্যাত্মিক সত্যের দিকে অগ্রসর হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি সমকালীন বিশ্বে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বর্তমান যুগে বহুধর্মীয় ও বহুসাংস্কৃতিক সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ধর্মীয় বৈচিত্র্যের এই ইতিবাচক স্বীকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রী রামকৃষ্ণের এই ভাবনা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং মানবিক ঐক্যের ধারণাকে আরও সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে।

সহনশীলতা থেকে গ্রহণযোগ্যতার দিকে

সাধারণভাবে সহনশীলতা (tolerance) বলতে বোঝায় অন্যের বিশ্বাস, মতামত বা ধর্মীয় চর্চাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নেওয়া বা সহ্য করা। অর্থাৎ এখানে এক ধরনের দূরত্ব বজায় থাকে—ব্যক্তি নিজের বিশ্বাসকে শ্রেষ্ঠ মনে করলেও অন্যের বিশ্বাসকে সংঘাত এড়ানোর জন্য সহ্য করে। কিন্তু শ্রী রামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গি এই ধারণার তুলনায় অনেক বেশি গভীর ও ইতিবাচক। তিনি কেবল সহনশীলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি; বরং বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সত্যকে স্বীকার করে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা (acceptance) ও সম্মানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

শ্রী রামকৃষ্ণের মতে, প্রতিটি ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং সত্যের প্রকাশ বিদ্যমান। তাই কোনো একটি ধর্মকে একমাত্র সত্য বলে ঘোষণা করার পরিবর্তে তিনি বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে নিহিত অভিন্ন আধ্যাত্মিক লক্ষ্যকে উপলব্ধি করার উপর জোর দেন। তাঁর এই উপলব্ধি ছিল কেবল তাত্ত্বিক নয়; বরং তাঁর

ব্যক্তিগত সাধনা ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ফল। তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় সাধনা-পদ্ধতি অনুসরণ করে উপলব্ধি করেছিলেন যে নানা পথ অনুসরণ করলেও মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য একই—পরম সত্য বা ঈশ্বরের উপলব্ধি। এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে শ্রী রামকৃষ্ণ ধর্মীয় সম্পর্কের একটি নতুন ধারণা উপস্থাপন করেন, যেখানে সহনশীলতা থেকে এগিয়ে এসে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা, শ্রদ্ধা এবং সংলাপের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়াকে গভীরতর করে এবং সমাজে সহাবস্থান ও সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে সহায়তা করে।

সমকালীন বিশ্বে যখন ধর্মীয় পরিচয় প্রায়ই রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাতের উৎস হয়ে ওঠে, তখন শ্রী রামকৃষ্ণের এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক বহুত্ববাদ ধর্মীয় সহাবস্থান ও বৈশ্বিক নৈতিকতার আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। তাঁর দর্শন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ধর্মীয় বৈচিত্র্য কোনো বিভেদের কারণ নয়; বরং তা মানবজাতির আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের বহুমাত্রিক ও সমৃদ্ধ প্রকাশ। এই উপলব্ধি মানবসমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে সহায়ক হতে পারে।

সমকালীন বৈশ্বিক প্রাসঙ্গিকতা:

২১শ শতাব্দীতে বিশ্বরাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির কাঠামো ক্রমশ জটিল ও বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতি এবং ধর্মীয় উগ্রবাদের প্রবণতাও স্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে দক্ষিণ এশিয়া, এমনকি পাশ্চাত্য সমাজেও ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়কে কেন্দ্র করে সংঘাত ও বিভাজনের নানা উদাহরণ দেখা যায়। এর ফলে বিশ্বসমাজে সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রশ্নটি আজ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই প্রেক্ষাপটে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্মদর্শন সমকালীন বিশ্বে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তাঁর দর্শনের কেন্দ্রীয় ধারণা ছিল ধর্মীয় বহুত্ববাদ এবং আধ্যাত্মিক সার্বজনীনতা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সত্যের অনুসন্ধানে বিভিন্ন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করলেও তাদের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য একই— পরম সত্য বা ঈশ্বরের উপলব্ধি। তাঁর সুপরিচিত উক্তি যত মত তত পথ এই বহুত্ববাদী ধর্মদৃষ্টিভঙ্গিরই সারসংক্ষেপ। এই নীতির মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছিলেন যে ধর্মীয় বৈচিত্র্য কোনো সংঘাতের কারণ নয়; বরং তা মানবসমাজের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির একটি স্বাভাবিক দিক।

শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর প্রত্যক্ষ সাধনার অভিজ্ঞতা। তিনি কেবল তাত্ত্বিকভাবে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কথা বলেননি; বরং নিজে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সাধনা-পদ্ধতির পাশাপাশি ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের আধ্যাত্মিক অনুশীলনও অনুসরণ করেছিলেন এবং এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য এক ও অভিন্ন। এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় সংলাপ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে।

সমকালীন বিশ্বে যেখানে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও পরিচয়ভিত্তিক সংঘাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে শ্রী রামকৃষ্ণের এই সার্বজনীন ধর্মদর্শন আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাঁর শিক্ষা মানবসমাজকে মনে করিয়ে দেয় যে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য মানুষের নৈতিক উন্নতি, প্রেম, সহমর্মিতা এবং মানবসেবার চর্চা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর দর্শন কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশেও গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।

সমকালীন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের বহুত্ববাদী ধর্মদর্শন ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। বর্তমান বিশ্বে যখন বিভাজন ও সংঘাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন তাঁর এই মানবতাবাদী ও সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বসমাজে ঐক্য, সহমর্মিতা এবং শান্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

১. সংঘাত নিরসন:

বর্তমান বিশ্বে বহু সংঘাতের পেছনে ধর্মীয় একচ্ছত্র আধিপত্য— অর্থাৎ শুধুমাত্র আমার ধর্মই সত্য এই ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি—একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে কাজ করে। এই মনোভাব প্রায়ই অন্য ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে এবং সমাজে বিভাজন ও সংঘাতকে উসকে দেয়। ফলে বহুধর্মীয় ও বহুসাংস্কৃতিক সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহাবস্থান এবং সংলাপের পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর জীবন ও সাধনার মাধ্যমে ধর্মীয় একাধিপত্যের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ধর্মীয় বহুত্ববাদের একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেন। তিনি কেবল তাত্ত্বিকভাবে এই মত প্রকাশ করেননি; বরং নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় পথের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। শক্তসাধনা, বৈষ্ণব ভক্তি এবং অদ্বৈত বেদান্তের সাধনার পাশাপাশি তিনি ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের আধ্যাত্মিক অনুশীলনও অনুসরণ করেন। এই বিভিন্ন সাধনার মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্য ভিন্ন আচার-অনুশীলন ও দর্শন অনুসরণ করলেও তাদের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য একই— ঈশ্বর বা পরম সত্যের উপলব্ধি।

এই অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির ভিত্তিতেই তিনি ধর্মীয় বহুত্ববাদ এবং পারস্পরিক সহিষ্ণুতার এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান করেন। তাঁর বিখ্যাত নীতি যত মত তত পথ ধর্মীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার বোধ জাগ্রত করতে সহায়তা করে।

সমকালীন বিশ্বে যখন ধর্মীয় উগ্রবাদ, অসহিষ্ণুতা এবং পরিচয়ভিত্তিক সংঘাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন শ্রী রামকৃষ্ণের এই অভিজ্ঞতানির্ভর ধর্মদর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক ও দার্শনিক বার্তা প্রদান করে। তাঁর শিক্ষা মনে করিয়ে দেয় যে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিভাজন সৃষ্টি করা নয়; বরং মানুষের মধ্যে প্রেম, সহমর্মিতা ও ঐক্যের বোধ গড়ে তোলা। ফলে তাঁর ভাবধারা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, সামাজিক সম্প্রীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সমকালীন বিশ্বে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে।

২. বৈশ্বিক নৈতিকতা ও মানবাধিকার:

শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মিতা এবং সেবার আদর্শ। তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানবপ্রেম ও মানবসেবার ধারণা। তাঁর বিখ্যাত বাণী শিব জ্ঞানে জীব সেবা মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতিকে স্বীকার করার এক গভীর দার্শনিক শিক্ষা প্রদান করে। এই ধারণা অনুসারে প্রতিটি মানুষই ঈশ্বরের এক প্রকাশ; তাই মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, করুণা ও সেবা প্রদর্শন করা আসলে ঈশ্বরেরই সেবা করার সমতুল্য।

এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মকে কেবল আচার-অনুষ্ঠান বা ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং মানবকল্যাণ ও সামাজিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করে। এর ফলে ধর্মীয় চেতনা মানুষের দৈনন্দিন জীবন, সমাজসেবা এবং নৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়। এই আদর্শ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা এবং সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

আধুনিক বিশ্বে মানবতাবাদ, মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বোধের যে ধারণাগুলি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, শ্রী রামকৃষ্ণের এই মানবকেন্দ্রিক ধর্মদর্শন তার সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের মর্যাদা, সমতা এবং কল্যাণের প্রতি যে গুরুত্ব আধুনিক মানবিক দর্শনে দেওয়া হয়, তাঁর "শিব জ্ঞানে জীব সেবা" নীতিও সেই একই মূল্যবোধকে আধ্যাত্মিক ভিত্তি প্রদান করে।

পরবর্তীকালে তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বীবেকানন্দ এই আদর্শকে আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা ও প্রচার করেন। তিনি মানবসেবা ও সমাজকল্যাণকে আধ্যাত্মিক সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই ভাবনাকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরেন। তাঁর উদ্যোগেই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধন করা।

এইভাবে শ্রী রামকৃষ্ণের মানবপ্রেম ও সেবামূলক আদর্শ ধর্মকে এক নতুন সামাজিক ও মানবিক মাত্রা প্রদান করে। সমকালীন বিশ্বে যেখানে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও মানবিক সংকট এখনও বিদ্যমান, সেখানে তাঁর এই শিক্ষা মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ এবং মানবকল্যাণের প্রতি সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা জাগাতে সক্ষম।

৩. মানসিক সাম্য ও অন্তর্দৈহিক শান্তি:

আধুনিক ভোগবাদী ও প্রতিযোগিতামূলক সমাজে মানুষের জীবনে মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং আত্মিক শূন্যতার অনুভূতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রযুক্তিগত উন্নতি ও ভৌত সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা মানুষের জীবনকে গতিশীল করলেও অনেক ক্ষেত্রে তা অন্তর্দৈহিক শান্তি ও মানসিক স্থিতির ঘাটতি সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রী রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শিক্ষা মানুষের আত্মিক বিকাশ এবং অন্তরের প্রশান্তি লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ নির্দেশ করে।

শ্রী রামকৃষ্ণ মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে অনুরাগ (Anuraga) বা পরম সত্যের প্রতি গভীর আকাঙ্ক্ষা এবং ঈশ্বরভক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর মতে, সত্যের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ, নিষ্ঠা এবং ভক্তিমূলক সাধনা মানুষের মনকে ধীরে ধীরে পরিশুদ্ধ করে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি অহংকার, লোভ, দ্বন্দ্ব এবং সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয় এবং তার মধ্যে শান্তি, সহমর্মিতা ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটে। এই আধ্যাত্মিক অনুশীলন কেবল ব্যক্তিগত মুক্তি বা ঈশ্বরলাভের পথই নয়; বরং তা মানুষের চরিত্রগঠন ও মানসিক পরিশীলনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এছাড়াও তাঁর শিক্ষা মানবসমাজকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিভেদ সৃষ্টি করা নয়, বরং মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, সহমর্মিতা এবং ঐক্যের বোধ জাগ্রত করা। ধর্ম যদি মানুষের মধ্যে বৈরিতা ও সংঘাতের পরিবর্তে সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে, তবে তা সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে।

অতএব সমকালীন বিশ্বে যখন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিভাজন অনেক সময় সামাজিক অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্মদর্শন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং বৈশ্বিক মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। তাঁর আধ্যাত্মিক ও মানবতাবাদী ভাবধারা আজও বিশ্বমানবতার সামনে সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি এবং অন্তর্দৈহিক শান্তির এক অর্থবহ পথ উন্মোচন করে।

সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ: আত্মার বিজ্ঞান:

শ্রী রামকৃষ্ণ ধর্মদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের পদ্ধতি, যা অনেক গবেষকের মতে এক ধরনের আত্মার বিজ্ঞান (Science of Spirit) হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তিনি ধর্মীয় সত্যকে কেবল বিশ্বাস বা তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে যাচাই করার চেষ্টা করেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর চিন্তাকে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক ও অনুসন্ধানমূলক চরিত্র প্রদান করে।

শ্রী রামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মীয় পথকে এক ধরনের আধ্যাত্মিক অনুমান (spiritual hypothesis) হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই অনুমানকে সত্য বলে প্রমাণ করার জন্য তিনি কঠোর সাধনা (সাধনা বা Sadhana) অনুশীলন করেন। শক্তসাধনা, বৈষ্ণব ভক্তি, অদ্বৈত বেদান্ত, ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্ম— এই বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পথ অনুসরণ করে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন যে বিভিন্ন ধর্মীয় সাধনার লক্ষ্য ও চূড়ান্ত উপলব্ধি মূলত একই। তাঁর এই সাধনা ও উপলব্ধির বিবরণ বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, যেখানে তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, উপমা এবং ধর্মসম্পর্কিত বক্তব্য লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানকে এক ধরনের অভিজ্ঞতামূলক পরীক্ষণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। তিনি কেবল তত্ত্বের উপর নির্ভর করেননি; বরং প্রত্যেক ধর্মীয় পথকে নিজে অনুশীলন করে তার ফলাফল উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর উপসংহার ছিল যে বিভিন্ন ধর্মীয় পথ অনুসরণ করেও মানুষ একই ঈশ্বরচেতনায় (God-consciousness) পৌঁছাতে পারে। এই উপলব্ধি ধর্মীয় একচেটিয়াবাদ বা সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী যুক্তি প্রদান করে।

এছাড়া তাঁর এই পদ্ধতি আধুনিক যুক্তিবাদী মননের কাছেও আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। আধুনিক যুগে মানুষ কেবল ধর্মীয় মতবাদ বা প্রথার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে চায় না; বরং তারা যুক্তি, অভিজ্ঞতা এবং প্রমাণের উপর গুরুত্ব দেয়। শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শন এই প্রয়োজনের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন তৈরি করে, কারণ তিনি দেখিয়েছিলেন যে আধ্যাত্মিক সত্যকে কেবল বিশ্বাসের মাধ্যমে নয়, বরং ব্যক্তিগত সাধনা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করা সম্ভব।

পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এই ধারণাকে আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং ধর্মকে আত্মার বিজ্ঞান হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্যকে যাচাই করে, তেমনি আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমেও ঈশ্বর বা পরম সত্যের উপলব্ধি সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি না করে বরং তাদের মধ্যে একটি সমন্বিত সম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা করে।

এইভাবে শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শন কেবল একটি আধ্যাত্মিক মতবাদ নয়; বরং এটি এমন একটি অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি যা মানুষের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেয় এবং ধর্মীয় সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য ব্যক্তিগত সাধনা ও আত্মিক অনুসন্ধানের উপর জোর দেয়। ফলে তাঁর এই চিন্তাধারা আধুনিক বিশ্বে ধর্ম, যুক্তি এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্যে একটি সৃজনশীল সংলাপের পথ উন্মুক্ত করে।

উপসংহার:

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্মদর্শনের কেন্দ্রীয় নীতি যত মত তত পথ কেবল একটি আধ্যাত্মিক উক্তি নয়; বরং এটি ধর্মীয় বহুত্ববাদ, মানবিক সহাবস্থান এবং সার্বজনীন সত্যের ধারণাকে সুসংহতভাবে ব্যাখ্যা করা এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনা

ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে বিভিন্ন ধর্মীয় পরম্পরা, আচার ও মতবাদে বাহ্যিক পার্থক্য থাকলেও তাদের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য এক এবং সেই লক্ষ্য হলো একই পরম সত্য বা ঈশ্বরচেতনার উপলব্ধি। এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তিনি ধর্মীয় সংকীর্ণতা, একচেটিয়াবাদ এবং অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে এক গভীর মানবিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিস্বর উত্থাপন করেন।

সমকালীন বিশ্বে ধর্মীয় পরিচয় ও মতাদর্শগত বিভাজন অনেক সময় সামাজিক অস্থিরতা ও সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রেক্ষাপটে শ্রী রামকৃষ্ণের বহুত্ববাদী ধর্মদর্শন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তাঁর শিক্ষা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিভেদ সৃষ্টি করা নয়; বরং মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা। যত মত তত পথ নীতি ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে অস্বীকার না করে বরং তাকে স্বীকৃতি দিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে সংলাপ, সহনশীলতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের একটি দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করে।

এছাড়াও শ্রী রামকৃষ্ণের ধর্মদর্শন আধুনিক যুগে বৈশ্বিক নৈতিকতা (global ethics), মানবাধিকারচেতনা এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। তাঁর শিক্ষায় প্রতিফলিত মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থা গঠনের পথ নির্দেশ করে, যেখানে ভিন্নতা সত্ত্বেও ঐক্যের চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি সামগ্রিক মানবিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায় শ্রী রামকৃষ্ণের বহুত্ববাদী ধর্মদর্শন কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক চিন্তার একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন নয়; বরং এটি সমকালীন বৈশ্বিক সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি এবং মানবিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক দিকনির্দেশনা। তাঁর "যত মত তত পথ" নীতি আজও বিশ্বমানবতার জন্য এক আলোকবর্তিকার মতো কাজ করে, যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে সত্যের পথে বৈচিত্র্য থাকতে পারে, কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এক গভীর ও সার্বজনীন ঐক্য।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ। (২০০৯)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (৫ খণ্ড)। কলকাতা: কথামৃত ভবন।
২. স্বামী সারদানন্দ। (২০০৮)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (অখণ্ড সংস্করণ)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।
৩. বিবেকানন্দ, স্বা. (১৯৬৩). স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (১-১০ খণ্ড). উদ্বোধন কার্যালয়।
৪. দে, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত)। (১৩৭০)। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি। কলকাতা: সাহিত্যম্।
৫. সেন, অ. কু. (২০১৭). শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি. উদ্বোধন কার্যালয়।
৬. রামকৃষ্ণ মিশন ব্রহ্মানন্দ কলেজ অব এডুকেশন, রহড়া। (২০২২)। কল্যাণ (বিশেষ সংখ্যা ৫৮)। রহড়া: রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম।
৭. ভূতেশানন্দ, স্বামী। (২০০৩)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ (প্রথম ভাগ)। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।
৮. Amiya P. Sen। (2001)। Three Essays on Sri Ramakrishna and His Times। New Delhi: Oxford University Press।
৯. Sil, N. P. (1993). Vivekananda's Ramakrishna: An untold story of mythmaking and propaganda. Numen, 40(1), 38–62. https://www.jstor.org/stable/3270397
১০. Sumit Sarkar. (1990–1991). Ramakrishna and the Calcutta of his times. India International Centre Quarterly, 17(3/4), 99–121. https://www.jstor.org/stable/23002455

১১. Leo Schneiderman. (1969). Ramakrishna: Personality and social factors in the growth of a religious movement. Journal for the Scientific Study of Religion, 8(1), 60–71. https://doi.org/10.2307/1385254

১২. ঘোষ, অশোক কুমার। (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)। ঠাকুর রামকৃষ্ণ। BanglaLive.

১৩. https://banglalive.com/thakur-ramkrishna/

১৪. Vireshananda, S. (2023, January 1). Ramakrishna Mission in the 21st century. Advaita Ashrama. https://advaitaashrama.org/ramakrishna-mission-in-the-21st-century/

১৫. Drishtibhongi. (n.d.). Relevance of Shri Ramakrishna Paramahansa in today's world. https://drishtibhongi.in/relevance-of-shri-ramakrishna-paramahansa-in-todays-world/

১৬. রক্ষিত, সৌমেন। (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০)। সর্বধর্ম সমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ। Anandabazar Patrika।

১৭. https://www.anandabazar.com/editorial/ramakrishna-made-a-synthesis-of-all-religion-1.1113958

১৮. Das, D. (2025). Ramakrishna's teachings on the nature of reality. The Academic, 3(2), 1038. https://theacademic.in/wp-content/uploads/2025/03/97.pdf